কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালের সি. আর. আর. ১৩২৭

মনোজ কুমার এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী দীপঞ্জন দত্ত
	শ্রী সুরজিৎ সাহা
	শ্রী অমিতাভ মিত্র
	শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জি
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী এন. পি. আগরওয়াল
	শ্রী প্রতীক বোস
শুনানি-	২৮.০৩.২০২৩, ০৭.০৮.২০২৩
রায় -	**২৫.০৯.২০২৩**

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১. আবেদনকারীরা তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দাখিল করেছেন, যেখানে তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৪০৬/৩৮৪/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের চার্জশিট নং ৬৪১ বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন, যা ২০১৩ সালের জি. আর. মামলা নং ২৪০০ এর কার্যধারার সাথে সম্পর্কিত, যা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন

যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে খড়গপুর (এল) থানা মামলা নং ৪১১ তারিখ ১৩.০৭.২০১৩ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

২. আবেদনকারীরা যথাক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংগ্রহ ব্যবস্থাপকের পদে অধিষ্ঠিত এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেডের কর্মচারী। উভয় আবেদনকারীই ভারতে অবস্থিত উপরোক্ত সংস্থার অফিস, ওটি রোড, পোস্ট অফিস ইন্দা, পুলিশ স্টেশন খড়গপুর (স্থানীয়), জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড-৭২১৩০৫, পশ্চিমবঙ্গ থেকে লাভের জন্য কাজ করছেন।

৩. বিবাদী পক্ষ নং ২ কর্তৃক পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি অভিযোগের আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৪০৬/৩৮৪/৫০৬/৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং খড়গপুর (বাম) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬(৩) ধারা অনুসারে অভিযোগের আবেদনটিকে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করার এবং তদন্তের জন্য নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, পশ্চিম মেদিনীপুর, এই ধরনের অভিযোগের আবেদন পাওয়ার পর, খড়গপুর (বাম) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত অভিযোগের আবেদনটিকে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করার এবং তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। খড়গপুর (বাম) থানার বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের এই নির্দেশ অনুসারে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 341/406/384/506/34 এর অধীনে মামলা নং 411 তারিখের 13.7.2013 তদন্তের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত অভিযোগটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেঃ-

ক) অভিযুক্ত নম্বর ১, এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড, একটি আর্থিক সংস্থা এবং অভিযুক্ত নং ২ এবং ৩, এখানে আবেদনকারী হওয়ায়, অভিযুক্ত নম্বর ১ সংস্থার কর্মচারী।

খ) ১৬.১২.২০১০ তারিখে, সাক্ষী নং ১, নির্মল উত্থাসিনী অভিযুক্ত নং ১ কোম্পানির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছিলেন এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত একটি ট্রাক কিনেছিলেন ডবলু বি - ২৯/৯৫৯৬। পরবর্তীকালে উক্ত সাক্ষী নং ১ আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি করার পরে অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ২-এর কাছে উক্ত গাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তবে, কিস্তি পরিশোধ না করার কারণে গাড়িটি বিপরীত পক্ষের নামে স্থানান্তর করা যায়নি।

গ) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে যদি বিপরীত পক্ষ নং ২ পুরো ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করে, তবে সাক্ষী নং ১ বিপরীত পক্ষের নাম নং ২-এর নামে উল্লিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডবলু বি -২৯/৯৫৯৬ বহনকারী গাড়িটি স্থানান্তর করবে। এই পরিস্থিতিতে, বিপরীত পক্ষ নং ২ উক্ত ট্রাকে পণ্য পরিবহন শুরু করে এবং সম্পূর্ণরূপে বকেয়া পরিশোধ করা শুরু করে।

ঘ) সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করার পরে অভিযোগ করা হয়েছিল যখন বিপরীত পক্ষ নং ২ অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি), সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। অভিযুক্ত নং ২ এবং ৩, আবেদনকারী হওয়ায়, আরও দাবি করেছেন

২ নং বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে টাকা। ২ নং বিপরীত পক্ষের প্রতিবাদে ২ নং বিপরীত পক্ষের এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয় এবং ২ নং বিপরীত পক্ষের মধ্যে এনওসি সংগ্রহ না করেই ফিরে আসে। তারপর থেকে কোনও না কোনও অজুহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ২ নং বিপরীত পক্ষকে এনওসি দেওয়ার তারিখ পিছিয়ে দেয়।

ঙ) অভিযোগ করা হয়েছে যে ২৫.৫ ২০১৩ তারিখে যখন উপরোক্ত ট্রাকটি গোলবাজারের দিকে যাচ্ছিল, তখন আবেদনকারীরা ৪/৫ জন দুষ্কৃতীর সাথে এন এইচ-৬-এ উল্লিখিত গাড়িটিকে থামায়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই গাড়ির চালক আবেদনকারী ও তাদের সহযোগীরা ট্রাকের চালক ও হেলপারকে লাঞ্ছিত করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ট্রাক থেকে টেনে বের করে দেয়। এরপর বিবাদী নং ২ ট্রাকের চালককে (সাক্ষী নং ২) বন্দুকের নথিতে নির্দিষ্ট নথিতে স্বাক্ষর করান এবং তারপরে গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে চৌরঙ্গির দিকে পালিয়ে যান।

চ) এরপর বিপরীত পক্ষের নং. ২ পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে৷

ছ) এ অভিযোগ ছিল বিপরীত পক্ষের নং. অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তার গাড়িটি অবৈধভাবে ছিনতাই করেছে এবং বিপরীত পক্ষের নং-এর চালককেও হুমকি দিয়েছে। ২জন মৃত্যুর পরিণাম সহ তাকে কিছু নথিতে স্বাক্ষর করান।

৪. একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তদন্ত সংস্থা তারিখের চার্জশিট নং ৬৪১-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত আকারে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ৩০.৯.২০১৩ যেখানে বলা হয়েছিল যে একটি প্রাথমিক মামলা ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৪০০৬/৩৮৪ ৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে তৈরি করা হয়েছে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোড।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত উকিল নিম্নরূপ জমা দিয়েছেনঃ-

ক) এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড একটি নন-ব্যাঙ্কিং সংস্থা যা ব্যক্তি এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

খ) এই ধরনের স্বাভাবিক ব্যবসার সময়, পিনের ৭২১৬৫৪ নম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ চকের ব্রোজোলাল চক গ্রামের সাসাঙ্কা উত্থাসিনির ছেলে নির্মল উত্থাসিনি, মডেল এএল২৫১৬-এর একটি গাড়ি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য এল এবং ফাইন্যান্স লিমিটেডের কাছে যোগাযোগ করেছিলেন, যার চেসিস নম্বর এমএনএও৮৮৬৬৮ এবং ইঞ্জিন নং এমএনএএ৫১৮০৫৩ ছিল। নির্মল উত্থাসিনির আবেদনের ভিত্তিতে, এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড নির্মল উত্থাসিনির জন্য ঋণ-সহ-হায়পোথেকেশন ভিত্তিতে উক্ত গাড়িটি সরবরাহ করেছিল। ঋণ-সহ-হায়পোথেকেশন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী অনুসারে, নির্মল উত্তাসিনী ঋণগ্রহীতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যখন সুশ্রী রাধারাণী উত্তাসিনী (নির্মল উত্তাসিনীর স্ত্রী) এবং দুর্গা জামিনদার হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন চরণ জানা। উক্ত গাড়িটি

রেজিস্ট্রেশন নং ডবলু বি -২৯/৯৫৯৬, এল-এর পক্ষে উক্ত চুক্তির অধীনে অনুমান করা হয়েছে।

গ) উল্লিখিত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, নির্মল উত্থাসিনি ৫৩টি মাসিক কিস্তিতে ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে সম্মত হন যার মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ১৭,২৫৫ টাকা এবং বাকি ৫২টি কিস্তিতে ২৭,৪৯৫ টাকা ছিল।

ঘ) উক্ত চুক্তির ১২ নং প্রকরন "ডিফল্ট ইভেন্টস"-এর বিধান রয়েছে, যার মধ্যে চুক্তির অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতার দ্বারা মাসিক কিস্তি পরিশোধ না করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে একটি খেলাপি ঘটনা গঠন করে এবং উক্ত চুক্তির ১৩ নং প্রকরন "ডিফল্ট ইভেন্ট" উদ্ভূত হওয়ার পরিণতির বিধান রয়েছে, যার ফলে এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড উক্ত গাড়ির পুনরায় দখল নেওয়ার অধিকারী ছিল।

ঙ) তবে, ঋণের পরিমাণ পাওয়ার পরে, নির্মল উত্থাসিনি ২৫.০৩.২০০৮ তারিখের উক্ত ঋণ-সহ-হাইপোথেকেশন চুক্তির অধীনে পরিশোধের সময়সূচির পরিপ্রেক্ষিতে তার বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং এইভাবে, উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী একজন খেলাপি হয়ে যান। এই ধরনের খেলাপি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতা ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করেননি। ফলস্বরূপ এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেডের বিজ্ঞ আইনজীবী একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে

জুন ০১, ২০১২ থেকে নির্মল উত্থাসিনি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত চুক্তি বাতিল করে। উক্ত নোটিশ দ্বারা, সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বিধান অনুসারে উক্ত বিরোধগুলির বিচারের জন্য সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২১-এর অধীনে প্রদত্ত উক্ত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি একমাত্র সালিসকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।

চ) পরবর্তীকালে নির্মল উত্থাসিনীকে নোটিশ পাঠানো হয়, যাতে তাঁকে বিজ্ঞ সালিসকারী শ্রী ভারত বি. জৈনের সামনে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে অবহিত করা হয়, কিন্তু উক্ত ঋণগ্রহীতা উপস্থিত হননি। পরবর্তীকালে ২২শে অক্টোবর, ২০১২ তারিখে বিজ্ঞ সালিসকারী শ্রী ভারত বি. জৈন উক্ত ঋণ চুক্তির জন্য ঋণগ্রহীতা এবং তাঁর গ্যারান্টারের বিরুদ্ধে একটি রায় পাস করেন।

ছ) বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক গৃহীত ২২.১০.২০১২ তারিখের উপরোক্ত পুরস্কারের একটি পর্যালোচনা থেকে, এটি স্পষ্ট হবে যে এটি এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে আদেশ দিয়েছিল যে তারা রেজিস্ট্রেশন নং বহনকারী গাড়ির অধিকারী ছিল ডবলু বি-২৯/৯৫৯৬ এবং নির্মল উত্তাসিনী কে অবিলম্বে উল্লিখিত গাড়ির দখল এল-এর কাছে সমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

জ) এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে রায় পাস হওয়া সত্ত্বেও, নির্মল উত্তাসিনী এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে গাড়িটি হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে, এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড

তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে উক্ত গাড়িটি দখল করে নেয়, যেমন এস. কে. নিজামউদ্দিন (বিপরীত পক্ষ নং ২)।

ঝ) আবেদনকারীদের এখনও পর্যন্ত কোনও জ্ঞান নেই যে 'ঋণগ্রহীতা এবং তার জামিনদার কর্তৃক ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ আদালতে উক্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কিনা এবং অতএব, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান অনুসারে একটি উপযুক্ত দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি হিসেবে উক্ত রায় উভয় পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক।

ঞ) পরবর্তীতে, মামলার প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নির্মল উত্তাসিনী এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মধ্যে বন্ধকীকৃত গাড়ির ক্ষেত্রে একটি অবৈধ বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে, যা ঋণ-সহ-বন্ধকীকৃত চুক্তির শর্তাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিপরীত পক্ষ নং ২-এর প্রশ্নবিদ্ধ গাড়ির মালিকানার অধিকার ছিল না এবং অতএব, উক্ত গাড়ির মালিকানা তার হাতে থাকা চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী ছিল।

ট) প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে, অভিযোগকারী/বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা কার্যধারা শুরু করা হয়েছে।

৬. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত উকিল আরও বলেন যে, একজন অর্থদাতা এবং/অথবা ভাড়া করা ক্রয়ের মালিকের তার গাড়ির পুনর্বাসন নেওয়ার অধিকার ভাড়াটে দ্বারা ভাড়া চার্জ প্রদান না করার কারণে ভাল হয়েছে

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং এই মাননীয় আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। অভিযুক্ত কোম্পানি এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মধ্যে সম্পাদিত ঋণ চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বিপরীত পক্ষ নং ২ মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে, চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং অভিযুক্ত নং ১ কোম্পানি গাড়িটি দখল করার অধিকারী হবে। এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে বিপরীত পক্ষ নং ২ ঋণ-সহ-হাইপোথেকেশন চুক্তিতে তার দ্বারা প্রদত্ত সমান মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে অভিযুক্ত নং ১ কোম্পানিকে উক্ত গাড়িটি দখল করতে বাধ্য করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অর্থদাতার উক্ত আইনকে অবৈধ বলা যাবে না এবং তাই বিতর্কিত কার্যক্রম বাতিল করা হবে।

৭. এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভাড়াটে এবং অর্থদাতার মধ্যে ভাড়া ক্রয় চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধের বিষয়ে ফৌজদারি আদালতে একটি কার্যধারা শুরু করা, যে কেউ কার্যধারা শুরু করেছে, আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণযোগ্য নয় যতটা বিরোধ বিশুদ্ধভাবে দেওয়ানি প্রকৃতির।

৮. আবেদনকারীদের দ্বারা নির্ভর করা নথিগুলির একটি পর্যালোচনার থেকে, এটি স্পষ্ট হবে যে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/পুরস্কারের ভিত্তিতে এল এবং টি ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বারা পুনর্বাসনের কাজটি পরিচালিত হয়েছিল এবং এইভাবে, উক্ত কোম্পানির বৈধ অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, অভিযোগকৃত অপরাধগুলিকে প্রমাণিত বলা যাবে না।

এই ধরনের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত কার্যধারা অবিলম্বে বাতিল হতে পারে।

৯. রাজ্যের বিদ্বান উকিল বলেন যে বিচারের মাধ্যমে বিচার না করে প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যধারা বাতিল করা উচিত নয়।

১০. সর্দার ত্রিলোক সিং এবং অন্যান্যরা বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠি, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৫. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে এটি এমন কোনও মামলা ছিল না যেখানে কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসারে, হাইকোর্ট কর্তৃক তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল এমন মামলা খুবই উপযুক্ত ছিল। বিবাদীর উত্থাপিত বিরোধটি সম্পূর্ণরূপে দেওয়ানি প্রকৃতির ছিল, এমনকি ধরে নিলেও যে তার দ্বারা বর্ণিত তথ্যগুলি মূলত সঠিক ছিল। পক্ষগুলির মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া কিছু শর্তের ভিত্তিতে অর্থদাতা তাকে এবং তার অংশীদারকে অর্থ অগ্রিম দিয়েছিলেন। এমনকি ধরে নিচ্ছি যে ২৯শে মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি এবং অভিযোগকারীর স্বাক্ষর একটি ফাঁকা ফর্মে নেওয়া হয়েছিল, এটি লক্ষণীয় যে তার দ্বারা প্রদত্ত দুটি মাসিক কিস্তির পরিমাণ ছিল ৩, ৫৬৬/- টাকা, ঠিক ১,৭৮৩/- টাকা প্রতি মাসে। অভিযোগে বলা হয়নি যে কখন এই দুটি মাসিক কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছিল। তিনি যে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন তাতে তিনি তা করেননি, বলা হয়েছে যে তৃতীয় মাসিক কিস্তি ৩১ জুলাই, ১৯৭৩ তারিখে পরিশোধযোগ্য ছিল। বরং, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের বিবৃতি থেকে মনে হচ্ছে যে অভিযোগকারী তার মামলা অনুসারে কানপুর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ২৮-৭-১৯৭৩ তারিখে কিস্তি ইতিমধ্যেই পরিশোধযোগ্য ছিল। নিষ্পত্তির শর্তাবলী কী ছিল এবং সেগুলি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্নটি মুদ্রিত চুক্তিতে ছিল কিনা তা ছিল এমন সমস্ত প্রশ্ন যা দেওয়ানি আদালতে যথাযথভাবে এবং পর্যাপ্তভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। খালি কাগজে কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষর নেওয়া জালিয়াতি বা অনুরূপ অপরাধ নয়। এটি একটি অপরাধ হয়ে ওঠে যখন কাগজটি এমন ধরণের নথিতে তৈরি করা হয় যা দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলিকে আকর্ষণ করে যা এটিকে অপরাধ করে তোলে অথবা যখন এই জাতীয় নথিগুলিকে একটি আসল নথি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকি ধরে নেওয়া হচ্ছে

---

১ (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ৩৯৬

যে আপিলকারীরা নিজেরাই বা অন্য কারো সাথে গিয়ে উত্তরদাতার বাড়ি থেকে ৩০-৭-১৯৭৩-তারিখে ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করে এবং তৃতীয় মাসিক কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করার তাদের প্রকৃত অধিকার প্রয়োগ করে তা করার দাবি করে। অতএব, এটি একটি আন্তরিক দেওয়ানি বিরোধ ছিল যার ফলে ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ আবেদনের মুখেই উত্তরদাতার দেওয়া অত্যন্ত অতিরঞ্জিত রেটযুক্ত সংস্করণ যে আপিলকারীরা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে একটি ভিড় নিয়ে তার বাড়িতে গিয়েছিল এবং ট্রাকটি কেড়ে নেওয়ার জন্য ডাকাতির অপরাধ করেছিল তা এতটাই অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বস্ত ছিল যে এটি বিষয়টিকে দেওয়ানি বিরোধের ক্ষেত্র থেকে বের করে আনতে পারেনি। উত্তরদাতার পক্ষের কেউ আহত হয়নি। এমনকি কাউকে একটি আঁচড়ও দেওয়া হয়েছিল।"

১১. **কে. এ. মথাই আলিয়াস বাবু এবং অন্যান্যরা বনাম কোরা বিববিকুট্টি এবং অন্যান্যরা ২**, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

> ৩. এটা স্পষ্ট যে, অর্থদাতার সঙ্গে ভাড়া-ক্রয় চুক্তি অনেক আগেই করা হয়েছিল, যার পরে ক-২ এবং অভিযোগকারীর মধ্যে বিক্রির চুক্তি হয়েছিল এবং যা অর্থদাতার অধিকারের সাপেক্ষে ছিল। এটি অন্যথায় বোধগম্য যে, ভাড়া-ক্রয় চুক্তির অধীনে অভিযোগকারী নিজের জন্য যে মালিকানা অর্জন করেছিলেন তার চেয়ে ভাল নাম ক-২ অভিযোগকারীকে দিতে পারত না। যদিও ভাড়া-ক্রয় চুক্তিটি পড়ার সুবিধা আমাদের নেই, তবে সাধারণত অঙ্কিত হিসাবে এতে এই ধারাটি থাকত যে কিস্তি/গুলি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে অর্থদাতার গাড়ির দখল পুনরায় শুরু করার অধিকার ছিল। যেহেতু ক-২-এর সাথে অর্থদাতার চুক্তিতে দখল পুনরায় শুরু করার ধারাটি রয়েছে, যা চুক্তিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে, ক-২ এবং অভিযোগকারীর মধ্যে বিক্রয় চুক্তির অংশ হিসাবে পড়তে হবে।এটি হল, সেখানে পরিস্থিতি, অর্থদাতার আবেদনকারীদের সহায়তায় অভিযোগকারীর কাছ থেকে বাসটি দখল করে নিয়েছে। সুতরাং এটি বলা যাবে না যে আবেদনকারীরা কোনওভাবেই চুরির অপরাধ করেছে এবং তাও প্রয়োজনীয় পুরুষ কারণ এবং প্রয়োজনীয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। উপরোক্ত দুটি চুক্তির অধীনে আপিলকারীদের অর্জিত অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা, সেই বিষয়ে যে কোনও অসৎ ভানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যার থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে তারা দোষী অভিপ্রায় নিয়ে এটি করেছে। এর এই দৃষ্টিতে

---

২ (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ২১২

বিষয়, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালত সেশন আদালতের সুচিন্তিত রায়কে বিপর্যস্ত করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল। আমরা এইভাবে উচ্চ আদালতের বিতর্কিত রায় ও আদেশকে বাতিল করে দিয়েছি এবং আপিলকারীদের অভিযোগ থেকে খালাস করে দিচ্ছি। তারা জামিনে রয়েছেন। তাদের জামিনের বন্ড বাতিল হয়ে গেছে। জরিমানা যদি ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হয় তবে আপিলকারীদের ফেরত দেওয়া হবে। এইভাবে আপিল অনুমোদিত।"

১২. **চরণজিৎ সিং চাড্ডা এবং অন্যান্যরা বনাম সুধীর মেহরা ৩,** সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

> "৫. ভাড়া-ক্রয় চুক্তি হল নির্বাহমূলক চুক্তি যার অধীনে পণ্য ভাড়া দেওয়া হয় এবং ভাড়াটিয়ার কাছে চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে কেনার বিকল্প থাকে। এই ধরনের চুক্তিগুলি মূলত ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকের মধ্যে করা হত এবং ব্যবসায়ী গ্রাহককে ঋণ দিতেন। কিন্তু ভাড়া-ক্রয় প্রকল্পটি জনপ্রিয়তা ও আকার অর্জনের সাথে সাথে, যে ব্যবসায়ীরা উদার পরিমাণ কার্যকরী মূলধনের অধিকারী ছিলেন না, তাদের পক্ষে এই প্রকল্পটি অনেক গ্রাহকের কাছে প্রসারিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারপর অর্থদাতাদের ধারণা আসে। আর্থিক সংস্থা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কিনত এবং ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে গ্রাহকের কাছে সেগুলি ছেড়ে দিত। ব্যবসায়ী সেই গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছে দিতেন, যিনি লেনদেন থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি গ্রাহকের কাছ থেকে কিস্তি সংগ্রহের জন্য আর্থিক সংস্থাকে ছেড়ে দিতেন। ভাড়া ক্রয়ের চুক্তির অধীনে, ভাড়াটিয়া কেবল পণ্য ব্যবহারের জন্য এবং সেগুলি কেনার বিকল্পের জন্য অর্থ প্রদান করে। আর্থিক চার্জ, যা নগদ মূল্য এবং ভাড়া ক্রয়ের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের প্রতিনিধিত্ব করে, সুদ নয়, বরং এমন একটি পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে যা ভাড়াটিয়াকে কিস্তির মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের মূল্য ছাড়ার অনুমতি দেওয়ার সুযোগের জন্য দিতে হয়।
>
> ৬. যদিও ভারতে সংসদ ভাড়া ক্রয় আইন, ১৯৭২ পাস করেছে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত সরকারী গেজেটে তা অবহিত করেনি। একটি প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ভাড়া ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত নিয়মগুলি উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা বর্ণিত হয়। ভাড়া ক্রয় চুক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে এই আদালতের একাধিক সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্তগুলি তখন দেওয়া হয়েছিল যখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে বিক্রয় কর আইনের অধীনে কর প্রদানের আকর্ষণ করার জন্য কোনও বিক্রয় ছিল কিনা।

---

৩ (২০০১) ৭ এস. সি. সি ৪১৭

৭. মেসার্স দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বনাম বিহার রাজ্য মামলায়, এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে, নিয়োগের একটি নিছক চুক্তি, আরও বেশি ছাড়া, জামিন চুক্তির একটি প্রজাতি, যা বেইলীতে একটি শিরোনাম তৈরি করে না, তবে ভাড়া ক্রয়ের আইনটি 'গত অর্ধ শতাব্দী বা তারও বেশি সময় ধরে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছে এবং বেশ কয়েকটি বৈচিত্র্য প্রবর্তন করেছে, যার ফলে বিভাগগুলির দিকে পরিচালিত করে এবং এটি কোন বিভাগের অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি আসে তা নিয়ে কিছুটা ভাল প্রশ্ন হয়ে ওঠে। সাধারণত, ভাড়া ক্রয়ের চুক্তি ভাড়াটেকে কোনও মালিকানা প্রদান করে না, তবে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের উপর কেনার একটি নিছক বিকল্প। কিন্তু ভাড়া ক্রয়ের চুক্তিতে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের মাধ্যমে ভাড়া করা জিনিস কেনার চুক্তির জন্য এই শর্তের বিধান থাকতে পারে যে সমস্ত কিস্তি পরিশোধ না করা পর্যন্ত জিনিসটির মালিকানা পাস হবে না। পক্ষগুলির মধ্যে সম্মত শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে ভাড়া ক্রয়ের চুক্তির অন্যান্য বৈচিত্র থাকতে পারে। যখন তৃতীয় পক্ষের অধিকারগুলি পক্ষগুলির আইন দ্বারা বা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে মূল চুক্তিতে পক্ষগুলির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা ঠিক কী ছিল।

৮. কে. এল. জোহর এবং কোম্পানি বনাম ডেপুটি কমার্শিয়াল কর অফিসার মামলায়, এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে একটি ভাড়া ক্রয় চুক্তির দুটি উপাদান রয়েছেঃ (১) জামিনের উপাদান এবং (২) বিক্রয়ের উপাদান, এই অর্থে যে এটি একটি চূড়ান্ত বিক্রয়ের কথা বিবেচনা করে। বিক্রয়ের উপাদানটি ফলপ্রসূ হয় যখন চুক্তির শর্তাবলী পূরণ করার পরে ইচ্ছুক ক্রেতা দ্বারা বিকল্পটি প্রয়োগ করা হয়। যখন চুক্তির সমস্ত শর্তাবলী সন্তুষ্ট হয় এবং বিকল্পটি ব্যবহার করা হয় যে পণ্যগুলি তখন পর্যন্ত ভাড়া করা হয়েছিল তার একটি বিক্রয় হয়।

৯. এর আগে ইনস্টলমেন্ট সাপ্লাই (পিইউভিটি) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল এবং সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

১০. এই ক্ষেত্রে পক্ষগুলির দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে যে ভাড়াটিয়া পুরো কিস্তি পরিশোধ না করা পর্যন্ত সম্পত্তির মালিক হবেন না। চুক্তির একটি অনুলিপি সংযুক্তি পি-১ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে আবেদনকারীদের প্রথম পক্ষ এবং উত্তরদাতাকে দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে প্রথম পক্ষই গাড়ির পরম মালিক হবে এবং উত্তরদাতা-দ্বিতীয় পক্ষ সমস্ত কিস্তি সময়মতো দিতে রাজি হবে। চুক্তির ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ভাড়াটিয়া ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের আগে যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারে

মালিকদের লিখিতভাবে কমপক্ষে চৌদ্দ দিনের নোটিশ দিয়ে এবং গাড়িটি মালিকদের তাদের অফিসে পুনঃহস্তান্তর করার পর, ভাড়া ক্রয় চুক্তি বাতিল করতে হবে। ধারা 8(viii) ভাড়াটে কর্তৃক ত্রুটির ক্ষেত্রে মালিককে গাড়িটি পুনঃদখল করার অধিকার দেয়। ধারা 9(ii) মালিককে যে কোনও ভবন, প্রাঙ্গণ বা স্থানে প্রবেশের জন্য একটি অপরিবর্তনীয় লাইসেন্স দেয় যেখানে পরিদর্শন, পুনঃদখল বা গাড়িটি দখল করার চেষ্টার উদ্দেশ্যে গাড়িটি থাকতে পারে বা থাকার কথা ছিল এবং ভাড়াটেদের নির্দেশে গাড়ির মালিক কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন না। এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে গাড়িটি পুনঃদখল পেতে বা দখল করার চেষ্টা করার জন্য মালিকের সমস্ত খরচ ভাড়াটে বহন করবেন।

১১. চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কঠোর শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদী-অভিযোগকারীর দ্বারা উত্থাপিত পুরো মামলাটি প্রশংসা করতে হবে। যদি ভাড়াটিয়া নিজেই কিস্তি পরিশোধ না করে খেলাপি হয়ে থাকেন এবং চুক্তির অধীনে আপিলকারীরা গাড়ির পুনরায় দখল নিয়ে থাকেন, তবে উত্তরদাতার কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। অভিযোগকারীকে বলার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে গাড়ির মালিক গাড়ি চুরি করেছেন বা অভিযোগের অভিযোগ অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা বা ফৌজদারি ষড়যন্ত্র করেছেন। যখন চুক্তিটি বিশেষভাবে বলে যে মালিকের গাড়িটি পুনরায় দখল করার অধিকার রয়েছে, তখন আপিলকারীরা বিশ্বাস বা প্রতারণার অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করার কোনও ভিত্তি থাকতে পারে না।

১২. বিদ্বান একক বিচারপতির সামনে, উত্তরদাতা যুক্তি দিয়েছিলেন যে গাড়িটি উত্তরদাতার দখলে ছিল এবং এটি তার সম্মতি ছাড়াই তার হেফাজত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাই চুরির অপরাধ করা হয়েছে। এই আবেদনটিও কোনও ভিত্তি ছাড়াই কারণ আপিলকারীরা চুক্তির অধীনে তাদের অধিকার প্রয়োগ করে গাড়িটি পুনরায় দখল করেছেন। এমন উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে পণ্যের মালিক নিজের পণ্য চুরি করতে পারে। আইপিসি ধারা ৩৭৮-এর দৃষ্টান্ত (ঞ), যা এই ধরনের চুরির একটি উদাহরণ, তা নিম্নরূপঃ

"(ঞ) আবার, যদি A, Z-এর কাছে তার ঘড়ি বন্ধক রেখে, Z-এর সম্মতি ছাড়াই এটি Z-এর দখল থেকে নিয়ে যায়, ঘড়ির জন্য ধার করা জিনিস পরিশোধ না করে, তাহলে সে চুরি করে, যদিও ঘড়িটি তার নিজের সম্পত্তি, যতটা সে অসৎভাবে নেয়।"

১৩. কিন্তু তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে ভাড়াটিয়ার কাছে সরবরাহ করা গাড়ির মালিকের কাছে গাড়িটি পুনরায় থাকবে না

'অসৎ অভিপ্রায়'-এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে 'অসৎ অভিপ্রায়'-এর অভাব রয়েছে। 'অসৎ অভিপ্রায়'-এর উপাদান যা চুরির অপরাধ গঠন করার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান, পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগকারী কোনও ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না কারণ তার ভুল লাভ বা ভাড়াটিয়ার ভুল ক্ষতি করার অভিপ্রায় নাও থাকতে পারে। এটি লক্ষ্য করা উপযুক্ত যে 'অসৎ' শব্দটি আইপিসির ২৪ ধারার অধীনে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"২৪. 'অসৎভাবে'-- যে কেউ একজন ব্যক্তির অন্যায় লাভ বা অন্য ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিছু করে, তাকে 'অসৎভাবে' বলা হয়।

১৪. এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, বিদ্বান লেখক আর. এম. গুডে তাঁর 'হায়ার পারচেজ আইন এবং প্র্যাকটিস' (২ " সংস্করণ) বইয়ে ৮৪৬ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ-

"মনে হচ্ছে যতক্ষণ ভাড়াটে পণ্যের মালিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত [চুরি আইন, ১৯৬৮] আইনের উদ্দেশ্য অনুসারে, যদিও তার দখল বেআইনি, যেমন ভাড়া-ক্রয় চুক্তির অবসান ঘটেছে। যদি মালিকের দখলের একটি বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে, তাহলে তিনি যদি তার আইনি অধিকার সম্পর্কে জানতেন তবে তিনি পণ্য জব্দ করার ক্ষেত্রে চুরির জন্য দোষী হবেন না কারণ তিনি অসৎ আচরণ করবেন না বরং তিনি পণ্যটি দখল করেছেন এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে যে তার দখল পুনরুদ্ধারের অধিকার রয়েছে।"

১৫ এই আদালতও এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এর আগের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হল সর্দার ত্রিলোক সিং ও অন্যান্য বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠি। সেই ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি একটি ভাড়া ক্রয় চুক্তি করেছিল। অভিযোগকারী অভিযোগ করেছিলেন যে অভিযুক্ত, তার অনুপস্থিতিতে উচ্চ হাতে তার বাড়িতে এসে জোর করে ট্রাকটি সরিয়ে দেয় এবং এর ফলে ডাকাতির অপরাধ করে। পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে এবং একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। অভিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার আপত্তি দায়ের করে, কিন্তু আপত্তিটি বিবেচনা করা হয়নি। অভিযুক্ত সেশন আদালতে একটি পুনর্বিবেচনা দায়ের করে যা খারিজ হয়ে যায়। এরপরে অভিযুক্ত ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করে। কার্যধারা বাতিল করার জন্য। এটি উচ্চ আদালত দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি এই আদালতে পৌঁছেছিল

অভিযুক্তের অনুরোধে। রায়ের ৫ অনুচ্ছেদে এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

"৫. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে এটি এমন কোনও মামলা ছিল না যেখানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'কোনও প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।' আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসারে, এটি ছিল একটি অত্যন্ত উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্ট কর্তৃক তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল। বিবাদীর উত্থাপিত বিরোধটি ছিল সম্পূর্ণরূপে দেওয়ানি প্রকৃতির, এমনকি তার দ্বারা বর্ণিত তথ্যগুলিকেও সঠিক বলে ধরে নেওয়া হলেও। অর্থদাতা তাকে এবং তার অংশীদারকে পক্ষগুলির মধ্যে মীমাংসা হওয়া কিছু শর্তের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করেছিলেন... এমনকি ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আপিলকারীরা নিজেরাই বা অন্য কারও সাথে মিলে ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই বিবাদীর বাড়ি থেকে ট্রাকটি জব্দ করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তারা তাদের প্রকৃত অধিকার প্রয়োগ করে বিবাদীর তৃতীয় মাসিক কিস্তি সময়মতো পরিশোধ না করার কারণে ট্রাকটি জব্দ করেছিলেন। অতএব, এটি একটি প্রকৃত দেওয়ানি বিরোধ ছিল যার ফলে ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।"

১৬. কে. এ. মাথাই এবং অন্যান্যরা বনাম কোরা ডিব্বিকুট্টি এবং অন্যান্যরা ভাড়া ক্রয়ের চুক্তিতে অভিযোগকারী বাসটি পেয়েছিলেন। অভিযোগকারী কেবল বিবেচনার একটি অংশ প্রদান করেছিলেন এবং কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং গাড়িটি আর্থিক দ্বারা দখল করা হয়েছিল এবং সেই সময়ে, প্রথম অভিযুক্ত যারা অভিযোগকারীর দখল থেকে বাসটি সরিয়ে নিয়েছিল এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত উভয়ই বাসে উপস্থিত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ১১৪ সহ পাঠযোগ্য ৩৭৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য মামলা করা হয়েছিল। এই আদালত এই রায় দিয়েছে যে, অর্থদাতার অনুরোধে বাসটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করেনি যা নিম্নরূপঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২১২-- ১৩, অনুচ্ছেদ ৩)

"যদিও আমাদের ভাড়া-ক্রয় চুক্তি পড়ার সুবিধা নেই, তবে সাধারণত অঙ্কিত হিসাবে এতে এই ধারাটি থাকত যে কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অর্থদাতার গাড়ির দখল পুনরায় শুরু করার অধিকার ছিল। যেহেতু ক-২-এর সাথে অর্থদাতার চুক্তিতে দখল পুনরায় শুরু করার ধারাটি রয়েছে, যা পড়তে হবে, বিশেষভাবে চুক্তিতে সরবরাহ করা হয়নি, ক-২ এবং এর মধ্যে বিক্রয় চুক্তির অংশ হিসাবে

অভিযোগকারী। এই পরিস্থিতিতে, অর্থদাতা আবেদনকারীদের সহায়তায় অভিযোগকারীর কাছ থেকে বাসটি দখল করে নেন। সুতরাং এটি বলা যায় না যে আবেদনকারীরা কোনওভাবেই চুরির অপরাধ করেছিলেন এবং তাও প্রয়োজনীয় পুরুষ অধিকার এবং প্রয়োজনীয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।"

১৭. ভাড়া-ক্রয় চুক্তি হল বিক্রয়ের একটি কার্যকর চুক্তি এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া নেওয়ার কোনও অধিকার প্রদান করে না। অতএব, চুক্তির মেয়াদ অনুযায়ী পণ্যের পুনরায় দখল কোনও ফৌজদারি অপরাধ হতে পারে না। চুক্তিটি [সংযুক্তি পি-আই১] বিশেষভাবে আবেদনকারীদের গাড়িটি পুনরায় দখল করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং তাদের এজেন্টদের যে কোনও সম্পত্তি বা ভবনে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে যেখানে মোটর গাড়ি রাখার সম্ভাবনা ছিল। ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে, আবেদনকারীরা গাড়ির মালিক হিসাবে রয়ে গেছে এবং এমনকি তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সত্য হিসাবে নেওয়া হলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করা হয়নি। বিদ্বান একক বিচারক তার সিদ্ধান্তে গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ ছিলেন এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে শুরু করা কার্যধারা বাতিল না করে তাঁর উপর ন্যস্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতএব, আমরা এই আপিলের অনুমতি দিই এবং মিথ্যা রায়টি বাতিল করে দিই। অভিযোগ এবং এই ধরনের অভিযোগ অনুসারে শুরু করা অন্য যে কোনও কার্যধারা বাতিল করা হয়।"

১৩ অনুপ সরমাহ বনাম ভোলা নাথ শর্মা এবং অন্যান্যরা ৪-এ, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৪. ত্রিলোক সিং এবং অন্যান্য বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠির ক্ষেত্রে, এই আদালত একই ধরনের মামলাটি পরীক্ষা করে দেখেছিল যেখানে ভাড়া ক্রয় চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থদাতা দ্বারা ট্রাকটি দখল করা হয়েছিল, কারণ কিস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ছিল। অর্থদাতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫,৪৬৮,৪৬৫,৪৭১,১২খ/৩৪ ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিল এবং এই ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করেনি যে অর্থদাতা একটি অপরাধ করেছে। তবে, উক্ত রায়টি বিপরীত করে, এই আদালত বলেছিল যে শুরু করা কার্যধারা স্পষ্টভাবে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছিল। জড়িত বিরোধটি সম্পূর্ণরূপে নাগরিক প্রকৃতির ছিল, যদিও অভিযোগকারীর করা অভিযোগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সঠিক ছিল। ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে,

---

৪ (২০১৩) ১ এস. সি. সি ৪০০

অর্থদাতা প্রচুর অর্থ প্রদান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন গাড়ির মালিক। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী শুধুমাত্র নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিরোধের জন্ম দেয় এবং এই ক্ষেত্রে, দেওয়ানি আদালতকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সেই শর্তাবলীর অর্থ কী ছিল।

৫. কে. এ. মাথাই ওরফে বাবু এবং আরেকজন বনাম কোরা বিববিকুট্টি এবং অন্যান্যরা মামলায় এই আদালত একই মত পোষণ করে যে, কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানকারীর দখল পুনরায় চালু করার অধিকার রয়েছে, যদিও ভাড়া ক্রয় চুক্তিতে এই শর্তটি চুক্তিতে পড়ার কারণে দখল পুনরায় চালু করার কোনও ধারা নেই। এমন পরিস্থিতিতে, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে অর্থপ্রদানকারী চুরির অপরাধ করেছে এবং তাও প্রয়োজনীয় পুরুষ কারণ এবং প্রয়োজনীয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে পক্ষগুলির কাছে অর্জিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার দাবিগুলি সেই বিষয়ে যে কোনও অসৎ ভানকে মুছে দেয় যার থেকে এটি অনুমান করা যায় না যে অর্থদাতা দোষী অভিপ্রায় নিয়ে গাড়ির দখল পুনরায় শুরু করেছিলেন।

৬. চরণজিৎ সিং চাড্ডা এবং অন্যান্যরা বনাম সুধীর মেহরার মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ভাড়া ক্রয় চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে অর্থদাতা-মালিকের দ্বারা গাড়ির দখল পুনরুদ্ধার করা কোনও ফৌজদারি অপরাধ নয়। এই ধরনের চুক্তি বিক্রির একটি কার্যকর চুক্তি যা ভাড়াটিয়ার কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনও অধিকার প্রদান করে না এবং যদি ভাড়াটিয়ার দ্বারা খেলাপি করা হয় এবং গাড়ির দখল ফিনান্সার দ্বারা পুনরায় শুরু করা হয়, তবে এটি কোনও অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না কারণ এই ধরনের মামলা/বিরোধগুলি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন।আদালত ভাড়া ক্রয় চুক্তির প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলেছে যে, নিছক নিয়োগের চুক্তির ক্ষেত্রে এটি জামিনের চুক্তি যা বেইলীতে কোনও শিরোনাম তৈরি করে না। তবে, পক্ষগুলির মধ্যে তৈরি চুক্তির শর্তাবলীতে বৈচিত্র্য থাকতে পারে এবং পক্ষগুলির অধিকার উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। আদালত আরও বলেছে যে এই ধরনের চুক্তিতে জামিনের উপাদান এবং বিক্রয়ের উপাদান এই অর্থে জড়িত যে এটি একটি চূড়ান্ত বিক্রয়ের কথা বিবেচনা করে।

"৮... বিকল্পটি যখন হয় তখন বিক্রয়ের উপাদানটি ফলপ্রসূ হয়। শর্তাবলী পূরণ করার পরে ইচ্ছুক ক্রেতার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়

চুক্তির । যখন চুক্তির সমস্ত শর্ত পূরণ হয় এবং বিকল্পটি প্রয়োগ করা হয় তখন পর্যন্ত ভাড়া করা পণ্যগুলির একটি বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়।"

"উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, এই আদালত মেসার্স দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বনাম স্টেট অফ বাথার, ইনস্টলমেন্ট সাপ্লাই (প্রাইভেট) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য , কে. এল. জোহর এবং কো বনাম ডেপুটি কমার্শিয়াল কর অফিসার, কোইম্বটোর তৃতীয় এবং সুন্দরম ফিনান্স লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য-এর আগের রায়গুলির উপর নির্ভর করে।

৭. উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে যে, ভাড়া ক্রয়ের চুক্তিতে ক্রেতা কেবল অর্থদাতা/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন ট্রাস্টি/বেইলি হয়ে থাকেন এবং মালিকানার মালিকানা পরেরটির কাছে থাকে। সুতরাং, যদি গাড়িটি অর্থদাতা দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে তার বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না কারণ তিনি তার মালিকানাধীন পণ্যগুলি পুনরায় দখল করছেন।

৮. যদি মামলাটি উপরোক্ত নিষ্পত্তি হওয়া আইনি প্রস্তাবের আলোকে পরীক্ষা করা হয়, তবে আমরা বিতর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাই না। আবেদনের যোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে।"

১৪. **সূর্যপাল সিং বনাম সিদ্ধ বিনায়ক মোটরস এবং আরেকজন ৫,** মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

২ ভাড়া ক্রয় চুক্তি, এটি অর্থদাতা যিনি গাড়ির মালিক এবং যে ব্যক্তি ঋণ নেন তিনি গাড়িটি কেবল বেইলি/ট্রাস্টি হিসাবে ধরে রাখেন, অতএব, কিস্তি পরিশোধ না করার ভিত্তিতে গাড়িটি দখল করা ইতিমধ্যে অর্থদাতার আইনী অধিকার হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে। এই আদালত ত্রিলোক সিং এবং অন্যান্যরা বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠি মামলায় তার রায় অনুসারে স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে ভাড়া ক্রয় চুক্তির অধীনে, অর্থদাতা গাড়ির আসল মালিক, তাই, গাড়ির দখল রাখার জন্য তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। কে. এ. মথাই ওরফে বাবু এবং আরেকজন বনাম কোরা বিববিকুট্টি এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি আবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। জগদীশ চন্দ্র নিহাওয়া বনাম এস. কে. সরাফ এবং চরণজিৎ সিং চাড্ডা এবং আরেকজন বনাম সুধীর মেহরা, সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী রায় অনুসরণ করে; শ্রীমতী লালমুনি দেবী বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা এবং বলবিন্দর সিং বনাম সহকারী কমিশনার, সি. সি. ই।

---

৫ (২০১২) ১২ এস. সি. সি ৩৫৫

৩. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করি যে, নীচের আদালতগুলি বর্তমান আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি করেছে এবং যা আইনে সমর্থন যোগ্য নয় বলে মনে হয়।"

১৫. **টাটা মোটরস ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, মাননীয়া কলকাতা উচ্চ** আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"এখন রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, গাড়িটি পুনরায় দখল করার আগে মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী ২ নং বিরোধী পক্ষকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং উভয়ই প্রাক-দখলের বিজ্ঞপ্তি এবং পোস্ট দখলের বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছিল। ম্যানেজার, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম প্রকাশ কৌরের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা ছাড়া বিপরীত পক্ষের বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা অবস্থানটি বিতর্কিত হয়নি, যা এআইআর ২০০৭ সুপ্রিম কোর্ট ১৩৪৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যাঙ্ক ঋণ পুনরুদ্ধার এবং গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা কেবল আইনি উপায়ে করা যেতে পারে এবং আবেদনকারীর পথে নয়।

এইভাবে পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়া তথ্য এবং রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত উপকরণগুলি থেকে আমি দেখতে পাই যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে কিস্তির পরিমাণ পরিশোধ না করার জন্য ভাড়া ক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত আনাদায়ের ধারাটি আহ্বান করে অর্থদাতা একটি গাড়ি পুনরায় দখল করেছিলেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে কোনও ফৌজদারি অপরাধ করা হয়নি বলে বলা যেতে পারে। এই বিষয়ে ত্রিলোক সিং বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠির ক্ষেত্রে নির্ভরতা স্থাপন করা যেতে পারে যা এআইআর ১৯৭৯ এসসি ৮৫০-তে রিপোর্ট করা হয়েছে। উক্ত মামলায় মাননীয় শীর্ষ আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি কে. এ. মথাই @বাবু বনামের ক্ষেত্রে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে। কোরা বিববিকুট্টি (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ২১২-এর পাশাপাশি চরণজিৎ সিং চাড্ডিয়া বনাম সুদির মেহেরার ক্ষেত্রে (২০০১) ৭ এস. সি. সি ৪১৭-এ রিপোর্ট করেছেন।

এই ফৌজদারি সংশোধন সেই অনুযায়ী সফল হয় এবং অভিযুক্ত অভিযোগ বাতিল করা হয়েছে। "

® ২০১৩ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৮৬৫৫

১৬. ঋণ ও বন্ধক চুক্তির ১২ নং ধারায় খেলাপির ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে -

১২.১ ঋণের কিস্তি, সুদ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত অর্থ বা তার অংশ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তা দাবি করা হোক বা না হোক বা তাদের প্রাপ্য হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এর অধীনে প্রয়োজনীয় অন্য কোনও চার্জ বা অর্থ প্রদান,.....

১২.৪ ঋণদাতার সম্মতি ব্যতীত, বিক্রয়, স্থানান্তর, বা বিক্রি বা বন্ধক করার প্রচেষ্টা, দখল বা সাবলেট সহ অংশ বা ঋণদাতার মতামত বা সম্পদের কোনো আইটেম বিপন্ন বা ঋণদাতার স্বার্থ বিপন্ন হয়।"

"১৭. উপরোক্ত চুক্তির ১৩ এবং ১৪ প্রকরনে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ -

"১৩. অনাদায়ের ক্ষেত্রে ফলাফল

উপরে উল্লেখিত যেকোনো ঘটনা ঘটলে, ঋণগ্রহীতাকে কোনও নোটিশ না দিয়ে, ঋণদাতার অধিকার থাকবে:

১৩.১. এই ঋণ চুক্তি বাতিল করুন

১৩.২. ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবসানের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া এবং পরিশোধ না করা অর্থ এবং এই ধরনের অন্যান্য ভবিষ্যতের বকেয়া আদায় করুন অব্যবহৃত সময়ের জন্য কিস্তি, যদি এই চুক্তি অব্যাহত থাকে

১৩.৩. প্রযোজ্য আইনের অধীনে উপলব্ধ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

১৩.৪. সম্পদের পুনরুদ্ধার, বিক্রয় বা অন্যথায় নিষ্পত্তি/স্থাপন এমন পদ্ধতি, যা ঋণদাতা উপযুক্ত মনে করতে পারেন।

১৩.৫. ঋণগ্রহীতার যথাযথ প্রচার এবং বিবরণ প্রদান করুন যা ঋণদাতা উপযুক্ত মনে করতে পারেন।

১৪. সম্পদের পুনরুদ্ধার

১৪.১. ঋণদাতার দ্বারা আবশ্যক হলে, ঋণদাতা অবিলম্বে এই চুক্তিতে বর্ণিত ঋণদাতার ঠিকানায় বা ঋণদাতা যেমন নির্দিষ্ট করতে পারেন বা তেমন প্রয়োজন নেই এমন অন্য ঠিকানায় ঋণদাতার কাছে সম্পদ হস্তান্তর বা হস্তান্তর করবেন, যাতে ঋণদাতার নিজের দ্বারা বা তার কর্মচারী বা এজেন্টদের দ্বারা সংগ্রহের জন্য ঋণদাতার কাছে এটি উপলব্ধ করা যায়; ঋণদাতা বা তার কর্মচারী বা এজেন্টরা এমন কোনও জমি বা ভবনে প্রবেশের অধিকারী হবেন যেখানে সম্পদ রয়েছে বা রয়েছে। ঋণদাতা বা তার কর্মচারী বা এজেন্টদের দ্বারা নির্ধারিত।

১৪.২. ঋণদাতার সম্পদের পুনরুদ্ধার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতা এর মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে ঋণদাতার কাছে অঙ্গীকার করেন এবং সম্মত হন যে ঋণগ্রহীতা আবেদনপত্র এবং লেখার ফর্মগুলির মতো সমস্ত উপকরণগুলিতে স্বাক্ষর করবেন, সম্পাদন করবেন এবং সরবরাহ করবেন এবং ঋণদাতার দ্বারা প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত কাজ, কাজ এবং জিনিসগুলি করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা অপরিবর্তনীয়ভাবে এবং নিঃশর্তভাবে ঋণদাতার অনুমোদন দেন যে ঋণদাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা বা স্বাক্ষর করতে অক্ষম হওয়া বা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ঋণদাতার দ্বারা প্রয়োজনীয় অন্যান্য লেখার উপরের কোনও উপকরণের আবেদন ফর্ম, আবেদনপত্র এবং লেখায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য না হয়ে ঋণদাতার অধিকার থাকবে ঋণগ্রহীতার যথাযথভাবে গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে ঋণগ্রহীতা।

তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতা আবেদনকারী/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অজান্তেই অভিযোগকারীর বিপরীত পক্ষ নং ২-এর কাছে গাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, যা নিজেই কিস্তি পরিশোধ না করার সাথে সাথে খেলাপি হওয়ার কারণ। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনত গাড়ির মালিক এবং আবেদনকারী/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মতি ছাড়া গাড়ির দখল হস্তান্তর করা ঋণ ও হস্তান্তর চুক্তির লঙ্ঘন।

১৮. পূর্বোক্ত চুক্তির ৮.৮ প্রকরন নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

“৮.৮. এতদ্বারা আরও সম্মত এবং ঘোষণা করা হচ্ছে যে ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ, সুদ, খরচ, চার্জ, ব্যয় এবং এই চুক্তির অধীনে প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত অর্থ পরিশোধের দায়বদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পূর্ণ এবং ‘নিঃশর্ত’ হবে এবং ঋণগ্রহীতা যেকোনো পরিস্থিতি/বিরোধ নির্বিশেষে ঋণগ্রহীতাকে যথাসময়ে তা পরিশোধ করবেন”

১৯. উপরোক্ত চুক্তির ৯.১ প্রকরন নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

৯. ১ ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা সম্মত হন এবং ঘোষণা করেন যে ঋণগ্রহীতার সমস্ত কিস্তি, সুদ এবং অন্যান্য সমস্ত চার্জ ও অর্থ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা এর অধীনে বা অনুসারে প্রদেয়।এই চুক্তিটি পরম এবং নিঃশর্ত হবে "উপরোক্ত

চুক্তির ৯.৬ নং প্রকরন নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

৯.৬. ছাড়া উক্ত সম্পত্তির দখল নিয়ে কোনওভাবেই বা অংশে বিক্রি, নিষ্পত্তি বা ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে না। ঋণদাতার পূর্ব লিখিত সম্মতি।

২০. পূর্বোক্ত চুক্তির ১১.১ প্রকরন নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

“১১.১. ঋণদাতা কর্তৃক উক্ত ঋণটি ধার দিতে সম্মত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে, ঋণগ্রহীতা এতদ্বারা ঋণদাতার অনুকূলে উক্ত সম্পদের বন্ধক স্থাপনের মাধ্যমে একটি এক্সক্লুসিভ চার্জ তৈরি করছেন, যা ঋণদাতার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তার সন্তুষ্টির জন্য প্রযোজ্য হবে, যাতে ঋণদাতাকে উক্ত ঋণ, সুদ এবং অন্যান্য অর্থ এবং এই প্রস্তাবের অধীনে ঋণদাতার কাছে প্রদেয় এবং প্রদেয় সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করা হয়।”

২১. পূর্বোক্ত চুক্তির ১২.১ প্রকরন এর নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

"১২.১. ঋণের কিস্তি, সুদ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত অর্থ বা তার অংশ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তা দাবি করা হোক বা না হোক বা অন্য কোনও চার্জ বা অর্থ প্রদান তাদের প্রাপ্য হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এখানে প্রয়োজন;

"২২. উপরোক্ত চুক্তির ১২.৪ প্রকরন এর নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

> ১২.৪ ঋণদাতার সম্মতি ব্যতীত, বিক্রি, স্থানান্তর, বা বিক্রি বা বন্ধক রাখার প্রচেষ্টা, দখল বা সাবলেট বা চার্জ বা এনকাম্বার সহ অংশ বা সম্পদ বা সম্পদ বা সম্পত্তির কোনও আইটেমের উপর কোনও লিয়েন তৈরি করে মতামত অনুসারে বিপন্ন ঋণদাতার বা ঋণদাতার সুদ বিপন্ন হয়।"

২৩. বিপরীত পক্ষ নং ২-এর অবৈধ দখল থেকে গাড়িটি পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদনকারীদের কাজকে অন্যায়ভাবে বাধাদান বা বিশ্বাসভঙ্গের উদ্দেশ্যে বাধা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বিপরীত পক্ষ নং ২-এর সাথে কোনও চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করেনি বা তাকে কোনও সম্পত্তি বা গাড়ি হস্তান্তর করেনি। বিপরীত পক্ষ নং ২ হল একজন অনুপ্রবেশকারী যিনি ঋণগ্রহীতার সাথে একটি বেআইনি সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। আরবিট্রাল রোয়েদারের নির্দেশ মেনে আবেদনকারীরা ঋণ-সহ-হাইপোথেকেশন চুক্তির শর্তে গাড়িটি পুনরুদ্ধার করেছেন। চাঁদাবাজির অভিযোগের সম্ভাবনা রূপক। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি দেওয়ানি প্রকৃতির এবং আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াই।

২৪. **হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যদের ৭** ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> ১০২. চতুর্থ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধান এবং এই আদালত দ্বারা এর একটি সিরিজে বর্ণিত আইনের নীতিগুলির ব্যাখ্যার পটভূমিতে। অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত

"১৯৯২ (১) এস. সি. সি ৩৩৫

অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে বা কোডের ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যা আমরা উপরে বের করে নিয়েছি এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে হয় কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত করার জন্য, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্ত চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হয় এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোন

বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও একটি ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংবিধির বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংবিধিতে বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

২৫. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অভিযোগটিতে প্রকাশিত তথ্যগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৪০৬/৩৮৪ ৫০৬/৩৪ ধারার বিধানগুলির কোনও লঙ্ঘন করে না এবং তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির পূর্বোক্ত ধারাগুলির অধীনে কোনও অপরাধ করা হয়নি বলে বলা যেতে পারে। বিচার চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার ফলে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

২৬. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৪০৬/৩৮৪ ৫০৬/৩৪-এর অধীনে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের চার্জশিট নং ৬৪১,২০১৩ সালের জি. আর. মামলা নং ২৪০০-এর কার্যধারা সম্পর্কিত, যা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৫০০৬/৩৪-এর অধীনে খড়গপুর (এল) থানা মামলা নং ৪১১-এর সংশ্লিষ্ট তদন্ত কার্যধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

২৭. ২০১৪ সালের ১৩২৭ নম্বর ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

২৮. তদনুসারে, ২০১৪ সালের সি. আর. আর ১৩২৭ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৯. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

৩০. এই রায়ের অনুলিপিটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

৩১. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal